দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 0 2 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যাব্যবসা

আফতাব চৌধুরী

শিক্ষাঙ্গন

ইদানীংকালে বিশেষ করে বিগত এক দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিতভাবে বেড়েই চলেছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যদিও আগেও ছিল তবে তা ছিল নিতান্তই হাতেগোনা। সেগুলো মূলত খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত ও অন্যকিছু সংস্থা-সংগঠন নিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্রধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রকৃত অর্থে ওইগুলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন না বলে সংস্থামালিকানাধীন বলাই শ্রেয়। কিন্তু ইদানীং প্রায় সর্বত্রই বেসরকারি তথা ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুল-কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। তথাকথিত শিক্ষাবিস্তার ও সহজলভ্যতার নামে গড়ে ওঠা ওইসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণের পথকে প্রশস্ত করে দিচ্ছে, যা আমরা এ মুহূর্তেই অনুভব করতে শুরু করেছি। যথেচ্ছভাবে স্কুল-কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে সরকারি নীতিই যে এতে প্রচ্ছন্ন মদদ জোগাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে যা বিচার্য তা হল- এ ধরনের শিক্ষার বেসরকারিকরণ কি আদৌ শিক্ষার সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারবে, না শিক্ষাকে এক মহার্ঘ্য পণ্যে পরিণত করে সেটাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে? শিক্ষা যদি ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত হয়, তবে আমাদের মতো দেশে, যেখানে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দুটোই সংকেটজনকভাবে বেশি, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। উচ্চ শিক্ষাই নয়, একটা সময় আসবে যখন স্কুল স্তরেও তাদের পক্ষে শিক্ষা লাভ সাধ্যাতীত হয়ে উঠবে।

আজকাল সাধারণভাবে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বা করা হচ্ছে যে প্রাইভেট স্কুলের যে রেজাল্ট ভালো হয়, সরকারি স্কুলের রেজাল্ট সে রকম হয় না। ফলাও করে প্রাইভেট স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ (মালিক) তা প্রচারও করেন। ফলে অভিভাবক মহলেও এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে নিজের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট স্কুলে না পড়ালেই নয়, ব্যয়ভার যাই হোক না কেন।

প্রথমত, সব প্রাইভেট স্কুল-কলেজেই যে ভালো রেজাল্ট হচ্ছে তা মোটেই নয়। পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে খুব কম সংখ্যক প্রাইভেট স্কুল-কলেজেই উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট হচ্ছে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাসের হার গড়ের অনেক নিচে। যেগুলোর

রেজাল্ট ভালো হয় শুধু সেগুলোই প্রচারে আসে। অপরদিকে সরকারি স্কুল-কলেজে রেজাল্ট ভালো হলেও সে অনুপাতে প্রচার পায় না। দ্বিতীয়ত, যেসব প্রাইভেট স্কুল-কলেজের রেজাল্ট ভালো দেখানো হচ্ছে, তাদের অধিকাংশেরই ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ও বাছাই করা। নিচের ক্লাস থেকেই কাটছাঁট করে সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদেরই ফাইনালে বসার জন্য তৈরি করা হয়, যারা নিশ্চিতভাবে পাস করবেই। কাজেই সেখানে পাসের হার একশ' শতাংশে হলেও তা তেমন বেশি নয়। অপরদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অসংখ্য+এমতাবস্থায় একশ' শতাংশ পাস আশা করাটাই বোকামি।

তৃতীয়ত, প্রাইভেট 'নামি' ইংলিশ স্কুলে যারা নিজেদের সন্তানদের পড়ান তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তথা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটাও দেখতে হবে। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত অভিভাবকরাই নামি ইংলিশ স্কুলে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়ান। স্বভাবতই তারা তাদের ছেলেমেয়েদের যতটুকু সুবিধা দেয়া দরকার তার সবটাই দিতে পারেন, অনেক ক্ষেত্রে তারও অধিক। এক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বসাধারণের জন্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হয় এগুলোকে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়ের ন্যূনতম প্রয়োজন যেমন- দু'বেলা অন্ন, স্কুল পোশাক, বই, খাতা, কলম মেটাতেও অক্ষম। অনেক ছেলেমেয়েকে আবার পড়াশোনার বাইরে গৃহস্থালির কাজও করতে হয়। এসবই তাদের পড়াশোনার ও পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। চতুর্থত, ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার রেজাল্টকে যদি তাদের পড়াশোনা বাবদ খরচের আলোকে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাদের রেজাল্ট মোটেই আহামরি কিছু নয়। ভর্তি ফি, পাঠ্যপুস্তক, মাসিক বেতন, ডোনেশন, ইউনিফর্ম, প্রাইভেট টিউশন, আয়া, পুষ্টিকর খাদ্য, বৈদ্যুতিক বিনোদন ইত্যাদি বাবদ প্রাইভেট 'নামি' স্কুল-কলেজে ছাত্রপিছু যে খরচ হয় তার তুলনায় সরকারি স্কুল-কলেজে খরচের পরিমাণ অতি নগণ্য।

ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুল-কলেজ সম্পর্কে এক ধরনের কৃত্রিম আসক্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে বাকিগুলোকে যত ভালো বলা হচ্ছে আসলে তা মোটেও নয়।

ইদানীং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বাড়বাড়ন্ত যে হারে ও গতিতে চলছে সেটা বহাল থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রটি প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাবে। সে সঙ্গে শিক্ষার খরচ হু-হু করে বাড়তেই থাকবে যা মধ্যবিত্ত তথা নিম্নবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। শিক্ষালাভে তখন মেধার চেয়ে অর্থের ভূমিকা মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ শিক্ষা তখন আর সর্বজনীন ব্যাপার থাকবে না। ভাবতে অবাক লাগে, একদিকে সরকার সর্বশিক্ষার কথা বলছে, অথচ সরকারি নীতিই পরোক্ষভাবে (বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণের মাধ্যমে) এটাকে স্বল্পশিক্ষায় পরিণত করতে যাচ্ছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী যারা শিক্ষকতা জীবনে (সরকারি স্কুল-কলেজে) শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন, তারাই অবসর গ্রহণের পর কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তথাকথিত শিক্ষা বিস্তার ও সহজলভ্যতার মোড়কে একশ্রেণীর শিক্ষাদরদী ব্যবসায়ী শিক্ষাকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করতে সচেষ্ট আর সরকারও বটে। হাজার হাজার টাকা বেতনে খাটিয়ে তাদের বিদ্যা ব্যবসা